কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 06 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৯... কলাম ...৬...

রাজশাহী নিউ ডিগ্রি কলেজ

শিক্ষকের বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদে উসকানির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ▷

রাজশাহী নিউ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদ উসকে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তাঁর নাম জিয়া আরেফিন। তিনি কলেজের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। এই নিয়ে শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার ওই শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। তিন দিনের মধ্যে তাঁকে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ

কলেজ সূত্রে জানা যায়, গত ১ আগস্ট রাজশাহী নিউ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ ক্যাম্পাসে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কিন্তু ওই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেননি শিক্ষক জিয়া আরেফিন। উপরন্তু কর্মসূচির বিরুদ্ধে মন্তব্য করে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে লেখেন, 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার কুৎসিত ব্যানারের পেছনে দাঁড়ানো ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছি।' বিষয়টি নিয়ে ইংরেজি বিভাগের প্রধান আমিনা আবেদীনসহ কয়েকজন শিক্ষক জিয়া আরেফিনের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তাঁদের ওপরও চড়াও হন তিনি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, জিয়া আরেফিন এর আগেও ফেসবুকে জঙ্গিবাদ উসকে দেওয়ার মতো কর্মকাণ্ড চালিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া কলেজে অনিয়মিত উপস্থিত হওয়া, ক্লাস শেষ করার আগেই কলেজ ত্যাগ করা, কলেজের জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের প্রতি অবজ্ঞা করার অভিযোগ রয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত বৃহস্পতিবার তাঁকে তিন দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছেন অধ্যক্ষ এস এম জার্জিস কাদির। কলেজের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় প্রাথমিকভাবে তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নোটিশের অনুলিপি দেওয়া হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ বিভিন্ন দপ্তরে।

তবে এ ব্যাপারে শিক্ষক জিয়া আরেফিন দাবি করে বলেছেন, 'জঙ্গিবাদ উসকে দেওয়ার মতো কোনো কাজে এখন পর্যন্ত আমি অংশ নিইনি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে আমি ফেসবুকে ওই মন্তব্য করি। পরে এ নিয়ে কলেজের একটি পক্ষ আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে।'

এ ব্যাপারে রাজশাহী নিউ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ এস এম জার্জিস কাদির কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কিছু সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ওই শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ করা হয়। তিন দিনের মধ্যে তাঁকে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। এতে তিনি ব্যর্থ হলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'